ভোরের কাগজ

তারিখ ... FEB. 1 8 2002
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

'প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে বাংলা এখনো উপেক্ষিত'

সীমিত ব্যবহারে যথেচ্ছ বানান ❑ অদ্ভুত ভাষা বাংরেজি ❑ মানদণ্ড নির্ধারণ বা দেখার কেউ নেই!

শামীমা বিনতে রহমান : রক্ত ঝরানো অর্জন মাতৃভাষা বাংলাকে সংবিধানে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে বাংলা এখনো উপেক্ষিত। আবার সরকারি-বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাজে বাংলার সীমিত ব্যবহার তারও যথেচ্ছ বানান এখন মানদণ্ডহীন ভাষায় পরিণত করেছে। একদিকে ইংরেজি ও বাংলার 'বাংরেজি' সংকরণের লাগামহীন প্রয়োগ অন্যদিকে মানদণ্ড না থাকায় বাংলা ভাষার মনোযোগী চর্চা একেবারেই ফেব্রুয়ারি নির্ভর একটি বিষয়ে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃত অর্থে বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ রুখতে কোন মন্ত্রণালয় যে দায়িত্ব নেবে সেটা যেমন স্পষ্ট নয় সরকারের কাছে, তেমনি অপপ্রয়োগকারীদের কাছে অপপ্রয়োগের বিষয়টিই স্পষ্ট নয়।

বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের নথিপত্র ঘেঁটে এবং সরজমিন যাচাইয়ে এই অপপ্রয়োগ আর দায়দায়িত্বহীনতা দেখা গেছে। আবার দেখা গেছে, সরকারি প্রশাসনে এমন সব বাংলা শব্দ ব্যবহার করা হয়, প্রাত্যহিকতার সঙ্গে সেগুলোর কোনো সম্পর্কই নেই।

এ বিষয়ে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ও ভাষাবিজ্ঞানী মনসুর মুসার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, আগে তো প্রশাসনিক কাজে বাংলা ব্যবহারই হতো না এখন অনেকখানিই হয়। আর ইংরেজি-বাংলার মিশ্রণ ব্যবহারের জন্য দায়ী সমাজের অর্থনীতি। বাংলা ভাষার প্রায়োগিক শক্তি আরো বৃদ্ধি করা ছাড়া এটা ঠেকানো সম্ভব নয়।

বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক আরো বলেন, প্রশাসনিক কাজে বাংলা ব্যবহার না বাড়ার একটা বড়ো কারণ অনুবাদকের অভাব। অভাবের প্রথম কারণ হলো অনুবাদের জন্য খুবই কম টাকা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় কারণ, এক্ষেত্রে কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই।

সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নথিপত্রে দেখা গেছে, সরকারি পর্যায়ে উচ্চ আদালতে স্বাধীনতার পূর্বে বা পরে কখনই প্রশাসনিকভাবে বাংলা ভাষার ব্যবহার করা হয়নি। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলোতে কিছু পরিমাণে বাংলার চল থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষা অচল। আবার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর এবং ব্যাংকগুলোতে যেসব প্রশাসনিক বাংলা শব্দ ব্যবহার করা হয় তা সাধারণের জন্য খুবই দুর্বোধ্য। যেমন প্রেরিত পত্রের উত্তর পাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় চাহিত পত্র, নোটিশের বাংলা ব্যবহার করা হয় প্রজ্ঞাপন... ইত্যাদি। বেসরকারি পর্যায়ে সিটি ব্যাংকসহ অল্প কিছু প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর সব প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও সবখানেই মূল প্রশাসনিক ভাষা ইংরেজি। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও শিক্ষার্থীদের জন্য যে গবেষণাপত্র তৈরি করেন, তারও মাধ্যম ইংরেজি। দেখা গেছে ব্যাংক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো এক শাখা থেকে আরেক শাখায় অথবা এক প্রতিষ্ঠান থেকে আরেক প্রতিষ্ঠানে যেসব তথ্য আদান-প্রদান করে তা সবটাই ইংরেজিতে এবং এ বিষয়টি তত্ত্বাবধান করার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর ● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে

● প্রথম পাতার পর

আলাদা একটা বিভাগ থাকে, যা প্রতিষ্ঠানভেদে হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট বা জেনারেল সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট বা পাবলিক রিলেশন্স অফিস নামে পরিচিত। দেখা গেছে, গণযোগাযোগের এই অংশটিতে কখনই বাংলায় কোনো পত্র আসে না এবং এই বিভাগটি যিনি দেখাশোনা করেন তার প্রধান যোগ্যতাই হলো ইংরেজিতে দক্ষতা।

এ বিষয়ে কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের কাছে রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও প্রশাসনিক কাজে বাংলা ব্যবহার না করার কারণ জানতে চাইলে নাম এবং প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ না করার শর্তে তারা প্রায় একই মতামত জানান। যেমন সাবান, লোশন, তেল, ক্রিম প্রস্তুতকারী একটি প্রতিষ্ঠানের জেনারেল ম্যানেজার বলেন, প্রশাসনিক কাজে বাংলা ব্যবহার করতেই হবে এমন কোনো বিধান জানা নেই। বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লেনদেনে ইংরেজিই ব্যবহার করতে হয়। সে জন্য হোম-এডমিনিস্ট্রেশনেও ইংরেজিকে প্রধান মাধ্যম করা হয়েছে।

দেশের ভেতরের ব্যবস্থাপনায় বাংলা এবং দেশের বাইরের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগে বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দেওয়া হলে ঐ কর্মকর্তা অতিরিক্ত লোকবল এবং বাড়তি খরচের কথা বলেন।

জানা যায়, স্বাধীনতার পর পরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে বাংলা ব্যবহারের আহ্বান জানান। পরে ১৯৭৮ সালে জিয়াউর রহমান সরকার সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'অফিস-আদালতে মাতৃভাষা প্রচলন কমিটি' প্রতিষ্ঠা করে। এই কমিটির একটি কার্যকরী শাখা কমিটি করা হয় যার নাম 'বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন সেল'। ১৯৭৮ থেকে এই পর্যন্ত এই কমিটিগুলো কয়েক খণ্ডের প্রশাসনিক পরিভাষা তৈরি করা ছাড়া আর তেমন কিছুই করেনি। এমনকি উচ্চ আদালতে ব্যবহারের জন্য একটি প্রশাসনিক পরিভাষা ১৯৮৯ সালে তৈরি করার কথা ছিল যা এখনো বাস্তবায়ন হয়নি।

এ বিষয়ে ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত ১২ বছর বাংলা ভাষা প্রচলন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী মুজিবুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, অফিস-আদালতে প্রশাসনিক ভাষা ব্যবহারের একটি মানদণ্ড তৈরি করার জন্যই কমিটি কাজ করেছে। বেশ কয়েকটি খণ্ড পরিভাষা তৈরি করলেও স্বাধীনতার ৩০ বছর পরও সব ধরনের প্রশাসনের জন্য এখনো পরিভাষা তৈরি হয়নি। এটার দায় যেমন কমিটির সদস্যদেরও তেমনি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়েরও।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে এখন এই কমিটির অবস্থা আদৌ চালু আছে কিনা, না বন্ধ হয়ে গেছে, জানার চেষ্টা করা হলে 'গুরুত্বপূর্ণ' বিষয় ভেবে কর্মকর্তারা ফাইল খুঁজতে আগ্রহী হননি।

সরজমিন দেখা গেছে, প্রতিষ্ঠানের নামের ক্ষেত্রে ইংরেজি আধিক্য তো আছেই, আরো আছে ব্যাপক ইংরেজি-বাংলার মিশ্রণ যেমন রহিমআফরোজ লিমিটেড, কেয়া কসমেটিকস, জালাল এজেন্সি, হাতিল কমপ্লেক্স, ডাভি ডাইং ইত্যাদি। আর ভুল বাংলা বানানে রাস্তার দেয়ালে দেয়াল লিখন থেকে শুরু করে প্রসাধন সামগ্রীর বিজ্ঞাপন পর্যন্ত। যেমন যতোদিন রবে পদ্মা-মেঘনা বহমান, ততদিন রবে কির্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান, আবার প্রিন্সের চানাচুর মানেই সুসাদু, মজাদার ইত্যাদি।

এ বিষয়ে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, শুধু বাংলা বানানে বাংলা লেখার ওপর কখনই কোনো আইন করা হয়নি, এটা একটা কারণ। আর এ বিষয়ে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগটাই বেশি জরুরী ছিল। বাংলা একাডেমী নীতিগতভাবে বিষয়টিকে সমর্থন করলেও যে পরিমাণ উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল ততোটুকু হয়নি কখনো।